আকাশ কুসুম-১
জসিম মল্লিক

এবার ডিসেম্বর শুরু হতে না হতেই কানাডার আবহাওয়ার অবস্থা দেখেছো! ১ ডিসেম্বর কী বরফটাই না পড়ল। এরও আগেই শুরু হয়েছে বরফ পড়া। ২ ডিসেম্বর দিনভর বৃষ্টি। ৩ ডিসেম্বরও রাতভর বরফ পড়েছে। এবার আবহাওয়া দফতর যে আরও খারাপ খবর দিয়েছে জানো সেটা?
আকাশের কথা ভাল মত শুনছিল না কুসুম। শেষের প্রশ্নটায় ওর দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে বলল, কী বলেছে আবহাওয়া দফতর?
বলেছে এবার নাকি গত পনেরো বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঠান্ডা পড়বে। অবশ্য এদেশের আবহাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা আছে! নারীর মনের মতই এদেশের আবহাওয়া! ক্ষনে ক্ষনে বদলায়। সুতরাং এত টেনশনের কিছু নেই।
কুসুম বলল, এদেশের মানুষ তাও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আবহাওয়া দেখে বের হয়। আর বাংলাদেশের মানুষের অবস্থা দেখো।
কেনো বাংলাদেশের মানুষ আবার কী করল।
কুসুম বলল, দেখোনি সিডর যখন যখন আঘাত হানল তার আগে আবহাওয়া দফতর কোস্টাল এরিয়ার জনগনকে বারবার বলেছে নিরপদ স্থানে সড়ে যেতে। কিন্তু অনেকে এসব কথায় কান দেয়নি। এমনকি ওইদিন নাকি অনেকে কুয়কাটার সৈকতেও নেমেছিল। যারা নেমেছিল তারা আর ফেরেনি। সাগরের অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে।
২ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তৎকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের উপর একটি ডকুমেন্টারী দেখানোর কথা ছিল টরন্টোতে। নিশ্চয়ই দেখানো হয়েছে। যদিও ওইদিন আবহাওয়া খুবই খারাপ ছিল। তাজউদ্দিনের বড় মেয়ের উপস্থিত থাকার কথা। আমার যাওয়ার খুউব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যেতে পারলাম না বলে বড় একটা আফসোস রয়ে গেল।
কেনো যেতে পারলে না। গেলেই হতো। বলল কুসুম।
তাজউদ্দিনের উপর একটা অসাধারন বই পড়েছিলাম। মূলধারা'৭১। এরপর থেকেই আমি তাজউদ্দিনের ভক্ত। আমার সৌভাগ্য যে বইটি দিয়েছিলেন তাজউদ্দিনের মেয়ে সিমিন হোসেন স্বয়ং।
তাই নাকি!
হু।
নিশ্বয়ই ডিভিডি পাওয়া যাবে। একটা যোগাড় করে নিও।
তাই নেবো।
তুমি কী আকতার হোসেনের নাটক দেখতে গিয়েছিলা।
না।

শুনেছি খুবই নাকি ভাল হয়েছে।
নাটকেরও নিশ্চয়ই ডিভিডি পাওয়া যাবে। আসলে হয়েছে কী আজকাল শনি রবি কাজ থাকে বলে কোথাও যেতে পারিনা। আমার এক বন্ধু বলেছে সে ডিভিডি যোগাড় করে দেবে। এখন যে কোনো অনুষ্ঠান হলেই ডিভিডি বের হয়ে যায়। ধরো কোনো প্রবাসী দেশে গিয়ে যাই করুক সে খবর দেশের পত্রিকায় ছাপা না হলেও প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয়ে যায়। এর কারণ জানো?
নাতো!
এর কারন হচ্ছে প্রবাসীদের জানান দেয়া যে সে খুউব ইম্পর্টন্টে মানুষ।
কুসুম বলল, সেটা তো হতেই পারে। প্রবাসীরা সবাই ইম্পর্টেন্ট। আমিও, বলে হাসল কুসুম। বাদ দাও ওসব কথা। আসল কথায় আসো।
আসল কথাটা কী আবার।
দেখেছো এবার প্রবাসীরা ঘূর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহয্যার্থে কি রকমভাবে ঝাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার খুবই ভাল লাগছে। আমার চোখে পানি এসে যায়। প্রত্রিকাগুলোর পক্ষ থেকেও ত্রাণভান্ডার গঠন করা হয়েছে। বিদেশীরাও কিন্তু এবার রেকর্ড পরিমান সাহায্য দিচ্ছে।
আকাশ বলল, এবারই শুধু নয় অতীতেও যে কোন দৈব দুর্বিপাকে প্রবাসীরা সবার আগে এগিয়ে এসেছে। আর বিদেশীরা এত সাহায্য কোনো দিচ্ছে জানো?
না। কেনো?
কারণ হচ্ছে এবার রিলিফ চুরির কোন সম্ভাবনা নাই। গ্রামের মেম্বার চেয়ারম্যানদের দু'একজন যাও এক আধটু চুরির চেষ্টা করছে সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঘরে চালান হচ্ছে। কোন রাজনৈতিক সরকার ক্ষতায় থাকলে দেখতে কত লোক এই সুযোগে কোটিপতি হয়ে যেতো। এবার কিন্তু রাজনীতিবদরা সে রকমভাবে ত্রাণ কাজে নামতে পারেননি। অন্যান্য সময় অনেকে রাজনীতিবিদদের নেক নজরে থাকার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চাঁদা দিত এবার তা দিচ্ছেনা। রাজনীতিবিদরা পকেটের পয়সা দিয়েই ত্রাণ কাজ চালাচ্ছেন। তারা বুঝতে পারছেন এই বিপদের দিনে জনগণের পাশে না দাঁড়ালে ভোট পাওয়া যাবেনা।
মাঝে মাঝে যে দেখি প্রবাসী রাজনীতিবিদরা সরকারের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে, তা কোনো?
বলবে না! এখন যে হালুয়া রুটির ভাগ বন্টন বন্ধ! তারা চায় আগের অবস্থায় ফিরে যেতে। তোমার কী মনে হয় আবার আগের জায়গায় ফিরবে! এত কিছুর পরও ওদের বোধদয় হয়নি!
কী জানি বাবা। কথায় আছে চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী। ধরো যদি ২৫ ভাগও পরিবর্তন হয় তাও অনেক কিছু। একটা ১/১১ না হলে এই টুকুওতো হতোনা।
আচ্ছা, বিএনপি'র এই অবস্থা কেনো?

আকাশ বললো, এই অবস্থাই তো হওয়ার কথা। বিএনপি হচ্ছে একটা ক্লাবের মতো। যে কেউ যা ইচ্ছা করতে পারে, বলতে পারে। কোনো জবাবদিহীতা নেই। এই দলটাকে আমার খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগে হয়েছে।
সেটা কিভাবে!
এত কথা তোমার জানতে হবেনা। শোনো, আমার যেটা মনে হয় বিএনপির একটা গ্রুপ এইসব পরিবর্তন ফরিবর্তন চাচ্ছেনা। তারা চায় পুরনো অবস্থায় ফিরে যেতে। দেখছো না বেগম জিয়ার মনোনীত মহাসচিব একজন আইনজ্ঞ হয়েও বলছেন নির্বাচন কমিশনের কোনো এখতিয়ার নেই কোনো রাজনৈতিক দল সম্পর্কে কথা বলার। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ’৭২ এর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী একমাত্র নির্বাচন কমিশনেরই যেকোন বিষয়ে কথা বলার অধিকার আছে।
উনি কী তা জনেন না!
নিশ্চয়ই জানেন। ম্যাডামকে খুশী করার জন্যই বিএনপির নেতারা এসব অরাজনৈতিক কথা বলেন।
’ম্যাডাম’ খুবই স্ট্যাবর্ন তাইনা!
একটা দেশ বা দল তো আর ব্যক্তিগত অহম দিয়ে চলতে পারেনা।
কিন্তু এতদিন তো সেভাবেই চলেছে। কেউ কোনো প্রতিবাদ করেনি।
সেজন্যই তার মাসুল দিতে হচ্ছে পুরো জাতিকে। আওয়ামী লীগের মতো ঐতিহ্যবাহী দল কিন্তু বাস্তবতাকে মেনেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।
কুসুম বলল, আমার কেনো যেনো মনে হয় সময়মত যদি নির্বাচন হয় তাহলে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় আসার সম্ভবনা আছে।
বাহ্ তুমি দেখি বেশ ভালই রাজনীতি বুঝে ফেলেছো। শেখ হাসিনা ছাড়াও এই দলটি চলার ক্ষমতা রাখে। কারণ এদের কিছু আদর্শ উদ্দেশ্য আছে।
খবরে দেখলাম জরুরী আইন ভঙ্গের অভিযোগে রাজশাহী বিশ্বদ্যিালয়ের চারজন শিক্ষকের জেল হয়েছে, বিষয়টা আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে।
শিক্ষক মানেই যে ধোয়া তুলসি পাতা তাতো নয়! শিক্ষকদের কাজ হচ্ছে ছাত্র পড়ানো আর গবেষণা করা, তাদের কাজ রাজনীতি করা নয়। ভবিষ্যতে যাতে আর এ রকমটি না ঘটে এটা তার একটা উদাহরন হয়ে থাকবে।
তবুও শিক্ষক বলে কথা। শ্রদ্ধেয় মানুষ তারা।
এইসব মেয়েলী ইমোশন দিয়ে দেশ চলেনা। বাংলাদেশের জন্য দরকার একজন একনায়ক যে হবে দেশপ্রেমিক।
তাহলে খালেদা হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলেন কিভাবে!
অন্য কথা বলো।
আর কথা নেই। আজকে উঠতে হয়।
কালকে সিডরের জন্য ফান্ড রাইজিং ডিনার আছে ,আসবে!

ওকে। (৫ ডিসেম্বর ২০০৭)

Toronto
jasim.mallik@gmail.com